মোংলায় পাঁচ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলার ১৪ দিন পর অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 14 November 2026, 10:06 PM | বিভাগ: সারাদেশ



বাগেরহাটের মোংলায় পাঁচ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলার ১৪ দিন পর গ্রেপ্তার হয়েছেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী ইয়ার মুহাম্মদ সুমীর। শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) হবিগঞ্জ থেকে এসআরবি-৯-এর সহযোগিতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে মোংলা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। শনিবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠিয়েছে মোংলা থানা পুলিশ। আসামি গ্রেপ্তারের পর দ্রুত বিচারকাজ সম্পন্ন করে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন শিশুটির বাবা।

মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান গ্রেপ্তার ও আদালতে পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ অক্টোবর বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বন্দরের মাধবী আবাসিক এলাকায় অভিযুক্তের বাসায় খেলতে যায় শিশুটি। এ সময় অভিযুক্তের স্ত্রী ঘুমিয়ে থাকার সুযোগে

চকলটেরে প্রলোভন দখেয়িে শশিুটকিে শয়নকক্ষে নয়িে ধর্ষণ করা হয় বলে অভযিোগ করনে শশিুটরি বাবা। ঘটনার পর কান্নাকাটি করতে করতে শশিুটি বাড়তিে ফরিে মাকে বষিয়টি জানায়।

পরে শশিুটরি শারীরকি অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে তাকে মোংলা বন্দর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সখোনে ২৬ থকেে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত চকিৎিসা চলে। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরে খুলনা মডেকিলে কলজে হাসপাতালরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসসি সন্টোরে (ওসসি) চকিৎিসা দওেয়া হয়। এ ঘটনায় শশিুটরি বাবা মো. ইব্রাহমি ময়িা ৩০ অক্টোবর মোংলা থানায় মামলা করনে।

শশিুটরি বাবা মো. ইব্রাহমি ময়িা বলনে, ময়েরে ওপর এমন নর্যিাতনরে ঘটনায় তাঁরা মানসকিভাবে ভঙেে পড়ছেনে। আসামি গ্রপ্তোর হওয়ায় কছিুটা স্বস্তি পয়েছেনে। তবে শুধু গ্রপ্তোর নয়, দ্রুত বচিারকাজ সম্পন্ন করে জড়তি ব্যক্তরি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নশ্চিতি করতে হবে। যাতে ভবষি্যতে আর কোনো শশিুকে এমন নর্যিাতনরে শকিার হতে না হয়।

অভযিুক্ত ইয়ার মুহাম্মদ সুমীর মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষরে সভিলি অ্যান্ড হাইড্রোলকি্স বভিাগরে সনিয়িির আউটডোর অ্যাসস্টি্যান্ট পদে কর্মরত ছলিনে। তাঁর বাড়ি হবগিঞ্জ জলোয়।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষরে পরচিালক (প্রশাসন) লফেটনে্যান্ট কর্নলে আরফি বলি্লাহ জানান, অভযিোগরে প্রাথমকি সত্যতা পাওয়ায় অভযিুক্তকে সাময়কি বরখাস্ত করা হয়ছে। তাঁর নামে বরাদ্দ আবাসকি ফল্যাটরে বরাদ্দ বাতলি করা হয়ছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে পাঁচ সদস্যরে কমটিি গঠন করা হয়ছে।

মোংলা থানার ওসি আতকিুর রহমান বলনে, অভযিুক্তকে গ্রপ্তোর করে মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়ছে। শনবিার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়ছে।

দীর্ঘ ১৪ দনি পর অভযিুক্ত গ্রপ্তোররে মধ্য দয়িে মামলার পরবর্তী বচিারকি প্রক্রয়িা শুরু হয়ছে। এখন দ্রুত তদন্ত শষে করে ন্যায়বচিার নশ্চিতি করার প্রত্যাশা করছে শশিুটরি পরবিার।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।